দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 MAY 2017
পৃষ্ঠা ১ ... ৪

'ইংলিশ স্কুলে একাধিকবার' ভর্তি ও সেশন ফি নয়

শিক্ষক নিয়োগে মালিকদের প্রাধান্য থাকতে পারবে না : হাইকোর্ট

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে পুনরায় ভর্তি ও সেশন ফি এবং অ্যাকাডেমিক ফি-এর নামে কোন ধরনের ফি আদায় করা যাবে না মর্মে রায় দিয়েছে হাইকোর্ট। পাশাপাশি 'পেছনের দরজা' দিয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে আদালত। রায়ে বলা হয়েছে, এসব স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। যাতে যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবীরা শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেতে পারেন। এ ধরনের নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে মালিকপক্ষের কোন প্রাধান্য না থাকে সেদিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছে। এ সংক্রান্ত দুটি রিট মামলায় সুনির্দিষ্ট কয়েক দফা নির্দেশনা দিয়ে বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি মো. বদরুজ্জামানের ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল বৃহস্পতিবার এই রায় দেন। এই রায় পাওয়ার এক মাসের মধ্যে উচ্চ আদালতের এসব নির্দেশনা পরিপত্র আকারে জারি

> অভিভাবকসহ শিক্ষক প্রতিনিধিদের নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করতে হবে
>
> ● পেছনের দরজা দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ইংলিশ স্কুলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে নিবন্ধিত সকল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে প্রেরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ওই নির্দেশনাসূমহ বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা তিন মাস অন্তর প্রতিবেদন দাখিল করে হাইকোর্টকে অবহিত করতে মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে।

হাইকোর্ট ১৯৬২ সালের বেসরকারি স্কুল এন্ড কলেজ নিবন্ধন অধ্যাদেশ ও ২০০৭ সালের বেসরকারি (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয় নিবন্ধন নীতিমালা অনুসারে দেশের প্রতিটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। ওই কমিটিতে অভিভাবক প্রতিনিধিদেরকে রাখতে বলা হয়েছে। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ওই অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে বলেছে হাইকোর্ট। সভায় অভিভাবক প্রতিনিধির বক্তব্যকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেও বলা হয়েছে।

রায়ে ভর্তি ফি ও টিউশন ফি নির্ধারণে ম্যানেজিং কমিটিকে ভূমিকা রাখতে বলা হয়েছে। এতে অভিভাবক প্রতিনিধিদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অডিট রিপোর্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। প্রত্যেক অভিভাবককে ওই রিপোর্ট সরবরাহ করতে বলা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং দেশীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির অনুযায়ী পালন করতে বলা হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ প্রখ্যাত বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের রচনাবলীর সঙ্গে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটাতে স্কুল কর্তৃপক্ষগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ভাষা শহীদ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবগাথা ও স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস শিক্ষার্থীদের জানাতে বলা হয়েছে। রায়ে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যেভাবে বাংলা পড়ানো হচ্ছে তার চেয়ে আরও ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষার চর্চা করাতে বলা হয়েছে। যাতে তারা শুদ্ধভাবে বাংলা লিখতে, পড়তে ও বলতে পারে।

২০১৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, একটি জাতীয় দৈনিকে 'ফ্রি-স্টাইলে চলছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্টে রিট করেন দুই শিক্ষার্থীর অভিভাবক। ওই আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুল জারি করে। রুলে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে মাসিক বেতন, পুনঃভর্তি ফি বা সেশন চার্জ আদায়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরি এবং তদারক সেল গঠনের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। শিক্ষা সচিব, আইন সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তদরের মহাপরিচালকসহ বিবাদীদেরকে এই রুলের জবাব দিতে বলা হয়। এছাড়া হাইকোর্টের আইনজীবী ফাতেমা এস চৌধুরী অপর একটি রিট করেন। পৃথক এই দুটি রিটের রুলের ওপর গত ৫ এপ্রিল চূড়ান্ত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। রিটকারী পক্ষে আইনজীবী এম বদরুদোজ্জা বাদল, মাসুদ আর সোবহান, অনীক আর হক ও জে আর খান রবিন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর পক্ষে আইনজীবী এম. আসাদুজ্জামান, আহসানুল করিম ও ওমর সাদাত এবং রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সরদার মো. রাশেদ জাহাঙ্গীর ও প্রতিকার চাকমা শুনানি করেন। শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট উপরোক্ত রায় ঘোষণা করে। রায়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালনার জন্য সরকার যে খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করেছে তা কার্যকর হবে না বলেও হাইকোর্ট বলেছে।

রিটকারী আইনজীবীরা বলেন, হাইকোর্টের এসব নির্দেশনা স্কুল মিডিয়াম স্কুলগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা স্বচ্ছতা আনয়ন করবে। যেমন আগে পেছনের দরজা দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ হত এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফি আদায় করা হত সেক্ষেত্রে হাইকোর্টের এই রায়ে যে নির্দেশনা এসেছে তা যুগান্তকারী।